بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আজ পৃথিবীবাসীকে কেউ যদি প্রকৃত ইসলাম শেখাতে পারে তাহলে তা কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই সম্ভব, যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে আর তাঁর মাধ্যমে আনিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে চিনেছে এবং বুঝেছে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডন হতে প্রদত্ত ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭-এর খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

এ পৃথিবীতে প্রায়শঃ দেখা যায় যে, বস্তুবাদিতার মাঝে মানুষ ক্রমশ নিমজ্জিত হতে চলেছে। জাগতিক উপায়-উপকরণ হস্তগত করার জন্য সবাই মরিয়া হয়ে আছে। এক অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় মানুষ লিপ্ত। আল্লাহ্ তা'লা এবং ধর্মকে গৌন বিষয় মনে করা হয়। বরং এমন দুনিয়াদার বা বস্তুবাদি মানুষও রয়েছে, যাদের সংখ্যা বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে, যারা খোদার সত্তাকেই অস্বীকার করে বসেছে। ধর্মকে নাঊযুবিল্লাহ্ এক বাজে ও বৃথা বিষয় জ্ঞান করে। কিন্তু এমন সময়ে, এমন পরিস্থিতিতে, এমন মানুষও আছে, যারা খোদার সন্ধানে রত, যারা খোদার পানে নিয়ে যায়। এমন ধর্মের সন্ধানী, যারা খোদার সাথে সুসম্পর্কের বন্ধন রচনা করতে চায়, যারা সত্যিকার মাযহাব বা ধর্মকে চিনতে চায়, যারা সত্য ধর্ম সন্ধান করে সেই ধর্মে যোগ দিতে চায়, এই উদ্দেশ্যে তারা দোয়া করে, উৎকণ্ঠিত হয়, ছটফট করে। আর নিশ্চয়ই যখন এক নেক বান্দা এক বিশেষ বেদনার সাথে এই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে, তখন খোদা তা'লাও এমন মানুষকে পথের দিশা দেন, তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের আন্তরিক প্রশান্তি এবং সত্যিকার ধর্মকে বুঝার ব্যবস্থা করেন। তাদের ঈমান এবং বিশ্বাসকে দৃঢ় ও বৃদ্ধি করেন। এ যুগে খোদার নৈকট্য লাভ করা এবং তাঁর ধর্মকে বোঝার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীর পদমর্যাদা দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর বিশ্ববাসীকে বলেছেন, নিজেদের প্রকৃত এবং সত্যিকার উৎকণ্ঠা দূরীভূত করার জন্য এবং মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত কর। খোদার নৈকট্যের পথ অবলম্বন কর, ইবাদতের প্রকৃত মর্ম এবং তত্ত্ব বুঝ, আর দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্য এবং দৃষ্টান্ত দেখ। যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন ভাবে ব্যাকুল লোকদের সত্যের পানে পরিচালিত করেন এবং তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অতীত এবং বর্তমান এমনসব ঘটনায় পরিপূর্ণ। আর প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, পৃথিবীর কোন না কোন গ্রাম, শহর এবং দেশে এমন ঘটনাবলী ঘটছে, যা কেবল মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে নতুন যোগ দেওয়া হেদায়াতপ্রাপ্তদের ঈমান বৃদ্ধিরই কারণ হচ্ছে না, তাদের ঈমানের দৃঢ়তারই কেবল কারণ হচ্ছে না, বরং পুরোনো এবং জন্মগত আহমদীদের ঈমানকেও তা মজবুত এবং দৃঢ় করে, আর তাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে।

হুজুর (আইঃ) বলেন, এখন আমি কয়েকটি এমন ঘটনা ও মানুষের এমন কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, যা থেকে প্রতিভাত হবে যে, কীভাবে খোদা তা'লা সম্পূর্ণভাবে স্বীয় অনুগ্রহে মানুষের হেদায়াত লাভের বিধান এবং ব্যবস্থা করে থাকেন। গাম্বিয়ার আমীর সাহেব একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। পূর্ব জেলা নেয়ামিনা গ্রামের এক ভদ্র মহিলা সিস্টার কানিফার্টি, যার বয়স ৬৫ বছর। গত ১০ বছর ধরে তিনি পায়ের রোগে আক্রান্ত ছিলেন আর কোনভাবেই তার চিকিৎসা সফল হচ্ছিল না। এই কষ্টের কারণে তার চলাফেরার সামর্থ্যও ছিল না। চিকিৎসার জন্য তিনি তার গ্রাম থেকে দূরে বানসান অঞ্চলে যান, যেখানে দৈবক্রমে এম. টি. এ.-তে আমার খুতবা শোনার সুযোগ হয়। সেই ভদ্র মহিলা যখন নিজের গ্রামে ফিরে আসেন, তখন স্বপ্নে তাকে বলা হয়েছে যে, তুমি টেলিভিশনে যাঁকে দেখেছ, তাঁর অনুসরণ কর। কেননা, তিনি তোমাকে সঠিক এবং মুক্তির পথ বলে দিচ্ছেন। সেই ভদ্র মহিলা এই স্বপ্ন দেখার পর বয়আত করেন। বয়আত করতেই, আমীর সাহেব লিখেন, ভদ্র মহিলা নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, তার পায়ের কষ্ট ক্রমশ লাঘব হতে থাকে আর এ কারণে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। এখন পুরো গ্রামে তিনি তবলীগ করেন। মানুষকে বলেন, আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হওয়ার কল্যাণে কীভাবে তার কষ্ট লাঘব হয়েছে।

অনুরূপভাবে, বুরকিনাফাঁসো, পশ্চিম আফ্রিকার ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী একটি দেশ, সাহারা মরুভূমির পাশে অবস্থিত, বরং এদেশের কিছু অংশও মরুভূমি। এমন সুদূরের দেশে বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কীভাবে পথ প্রদর্শন করেছেন, দেখুন! দেশটি-ই শুধু দূরে অবস্থিত নয়, বরং সে দেশেরও একটি ছোট গ্রামে, ক্ষুদ্র গ্রামে বসবাসকরী এক ব্যক্তি। এ ব্যক্তি সম্পর্কে মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, লিও অঞ্চলের একটি জামা'তের এক বন্ধু সোওয়াদু সাহেব জলসা সালানা জার্মানীর পর বয়আত করেন। তিনি বলেন, তিনি রীতিমত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের রেডিও শুনতেন। আর জামা'তের কোন প্রতিনিধির দল তবলীগের জন্য তার গ্রামে এলে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হওয়ার সুবাদে তিনি বলেন, আমি তাদের দেখাশোনা করতাম আর তবলীগের ব্যবস্থাও করতাম। আহমদী ছিলেন না, কিন্তু আহমদীদের প্রতি তিনি সহানুভূতি রাখতেন। স্বল্পকাল পর মৌলভীরা এ কথা জানতে পারে। তিনি বলেন, মৌলভীরা

আমার কাছে আসে আর বলা আরম্ভ করে যে, তুমি আদৌ আহমদীয়া রেডিও শুনবে না, আর আহমদীদের সাথে মেলামেশাও করবে না। কেননা, এরা তোমার ইসলামকে নষ্ট করবে। তিনি বলেন, মৌলভীর প্ররোচণায় আমি আহমদীদের সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করি আর আহমদীয়া রেডিও শোনাও বন্ধ করে দেই। স্বল্পকাল পর দৈবক্রমে যা ঘটে তা হল, এক সফর থেকে ফিরে আসছিলাম, নামায পড়ার জন্য আমি একটি মসজিদে যাই, একটি ছোট্ট গ্রামে এই মসজিদ ছিল। নামায আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি ওজু করা আরম্ভ করি। তখন অন্য আরেক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেন এবং বলেন, এটি আহমদীদের গ্রাম আর মসজিদও আহমদীদেরই। এটি শুনতেই আমি ভাবলাম যে, কোথায় ফেঁসে গেলাম? আমি তো দীর্ঘকাল থেকে এদের এড়িয়ে চলছি। এরপর ধীরে ধীরে ওজু করতে থাকি, যেন নামায শেষ হলেই পৃথক একা নামায পড়তে পারি। যাহোক, সেখানে তাকে নামায পড়তে হয়েছে। তার কোন নেকী খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় হবে। যার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে আমাদের মসজিদে নামায পড়তে হয়েছে। সে রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, একটি অনেক বড় জনসমাগম। আমি সেই ভিড়ের মানুষকে সরিয়ে সম্মুখে গিয়ে দেখি, এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান, আর সহস্র সহস্র মানুষের জনসমুদ্র তার চতুর্পাশে। আমি কাউকে জিজ্ঞেস করি, ইনি কে, যার চতুর্পাশে এভাবে মানুষ সমবেত? তখন এক ব্যক্তি উত্তর দেয় যে, ইনি সেই ব্যক্তি, যার কথা তোমার শোনা উচিত, কিন্তু মৌলভীরা তোমাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। তিনি বলেন, তখন আমার চোখ খুলে যায়। আমার হৃদয়ে এই স্বপ্নের এমন গভীর প্রভাব ছিল যে, পুনরায় আহমদীদের সাথে যোগাযোগ বহাল করি। এরপর একদিন আমি মিশন হাউসে ফোন করে মুরব্বী সাহেবকে বলি যে, আমি বয়আত করতে চাই। মুরব্বী সাহেব বলেন, আপনি অমুক দিন আমাদের মিশন হউসে চলে আসুন। নির্ধারিত দিনে আমি মিশন হাউসে পৌঁছলে সেখানে দেখি যে, সবাই টেলিভিশনে কিছু দেখছিল। সম্মুখে গিয়ে আমিও যখন টিভি দেখি তখন টিভির দৃশ্য দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই কেননা, টেলিভিশনে সেই দৃশ্যই ছিল যা আমি স্বপ্নে দেখেছি। জিজ্ঞেস করার পর মুরব্বী সাহেব বলেন যে, এটি জলসা সালানার সমাপনী অধিবেশন, আর আমাদের খলীফা বক্তৃতা করছেন। আমি তখন মুরব্বী সাহেবকে বললাম, এখনই আমার বয়আত নিন। খোদা তা'লার কসম, এই দৃশ্য এবং এই ব্যক্তিকেই আমি স্বপ্নে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে তিনি এখন তার পরিবার-পরিজনসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। আর গ্রামের অন্যান্য লোকদেরও তবলীগ করছেন।

যে ব্যক্তি এভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, এবং খোদা তা'লার পথ-নির্দেশনা যার লাভ হয়, নিশ্চয় সে ঈমানের ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে দৃঢ়তা অর্জন করতে থাকে। অনেকেই আমাকে চিঠি লেখে যে, আমরা যেভাবে খোদার পক্ষ থেকে আশ্বস্ত হয়ে, নিশ্চয়তা পেয়ে, আর নিদর্শন দেখে বয়আত করেছি এবং আহমদীয়াতভুক্ত হয়েছি, এখন কেউ আমাদেরকে ঈমানের ক্ষেত্রে দোদুল্যমান করতে পারবে না। এখন অন্য কোন যুক্তি-প্রমাণের আমাদের আর প্রয়োজন নেই। অনেকেই বিরোধিতায় এতটা হঠকারিতা প্রদর্শন করে যে, যুক্তিপূর্ণ কথাও শুনতে চায় না। কিন্তু এমন মানুষও আছে যাদের মাঝে অহংকার নেই, যাদের মাঝে অনেকটা মানবতাও রয়েছে। তো এমন মানুষ যাদের মাঝে অহংকার নেই এবং মানবতাবোধ রয়েছে, খোদা তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন। যদি এই পথ-নির্দেশনা কাজে লাগায় তাহলে তারা খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়।

এমনই এক ঘটনা ঘটেছে সিরিয়ার এক ব্যক্তির সাথে। প্রথমে সে ছিল চরম বিরোধী। কিন্তু এরপর সত্য লাভের জন্য খোদা থেকে দিকনির্দেশনা যাচনার প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, আর খোদার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশনাও তিনি লাভ করেন। এক ব্যক্তি সিরিয়ার অধিবাসী, তার নাম আহমদ সাহেব। তিনি বলেন, আহমদীদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল, উঠাবসাও ছিল। বাইরে তাদের সাথে দেখা হতো, তারাও আমার ঘরে আসতো। তাদের অনেক কথা আমার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ছিল, আমি মানতাম। কিন্তু সেসব কথা মানা সত্ত্বেও ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি আমার জন্য অগ্রহণযোগ্যছিল। এর কারণ হল, আমি সুদীর্ঘকাল থেকে আকাশ থেকে ঈসার অবতরণের অপেক্ষায় ছিলাম। ঈসার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে বাইতুল মাকদাস এর স্বাধীনতার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল আমার মাঝে। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা শুনে আমার কল্পিত জিহাদের সব স্বপ্ন চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায়। মসীহ্ যদি আকাশ থেকে না আসেন তাহলে জিহাদ করব কীভাবে? তিনি বলেন, একদিন আমার ঘরে কতক আহমদী বন্ধু বসে ছিলেন। তাদের মাঝে মো'তাযেল কাযাক সাহেবও ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হলে আমি বললাম, তোমরা আহমদীদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি, আজকের পর ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে আমার সাথে বা আমার ঘরে কথা বলবে না। তখন কাযাক সাহেব বলেন, আপনার কাছে আমারও একটি অনুরোধ হল, আপনি খোদার কাছে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনার জন্য দোয়া করুন। তিনি বলেন, তার এ কথা আমার খুব পছন্দ হয়। আমি সেই সন্ধ্যা থেকেই খোদা তা'লার দরবারে সেজদায় কেঁদে কেঁদে দোয়া আরম্ভ করি। রাতে যখন ঘুমালাম, স্বপ্নে দেখি যে, আমি কোন উঁচু জায়গার দিকে সফর করছি। পথিমধ্যে এক নরম ভূমিখণ্ড আসে, যাতে পা রাখতেই এমন মনে হয় যে, এটি আমাকে কোন গভীর গহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন এক ব্যক্তি আমার কাঁধ ধরে আমাকে বের করেন এবং বলেন, আবু আসম, এটি তার উপাধী, তিনি বলেন, এখানে আর আদৌ আসবে না। আর নিশ্চিত জেনো যে, ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। যাও, তুমি এখন নিজ পথে অগ্রসর হও। আমি যখন জাগ্রত হই, আমার আহমদী ভাইকে ফোন করে বলি যে, আমি মো'তাযেল কাযাক সাহেবের কাছে যাব, আমরা উভয়ে যখন তার ঘরে পৌঁছলাম, প্রবেশ করতেই দেয়ালে একটি ছবি দেখে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। জিজ্ঞেস করি যে, এটি কার ছবি? তারা বলেন, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর ছবি। এটি শুনেই আমি বললাম, আমি এখনই বয়আত করতে চাই। কেননা, কক্ষের দেয়ালে ঝুলন্ত এই ছবি সেই ব্যক্তির, যিনি স্বপ্নে আমাকে কাঁধ ধরে চোরাবালি সদৃশ ভূমি থেকে বের করেন এবং বলেন যে, ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন।

তো আমি যেভাবে বলেছি, খোদা তা'লা বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন মাধ্যমে ধর্ম বোঝা এবং সত্য পাওয়ার বা সত্য লাভের পথ

খুলেন, কখনো স্বপ্নের মাধ্যমে আর কখনো তবলীগের মাধ্যমে, কখনো জামা'তে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সংক্রান্ত কোন বই বা সাহিত্য পড়ে কেউ হিদায়াত পাচ্ছে, আবার কখনো কোন আহমদীর উত্তম চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে কেউ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করে।

হুজুর (আইঃ) বলেন, আজকাল অনেকেই আছে যারা এম. টি. এ.-র মাধ্যমে সত্যিকার ইসলামের বার্তা পেয়ে আহমদীয়াতভুক্ত হচ্ছে। বেনীনের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন যে, এক অঞ্চলের চীফ, যিনি মুশরিক বা বহুইশ্বরবাদী ছিলেন, তবলীগ করার পর তিনি আহমদী হয়ে প্রকৃত ইসলাম অনুসরণ করা আরম্ভ করেন। যে হৃদয় শিরকের কেন্দ্রস্থল ছিল, তা এক-অদ্বিতীয় খোদার সামনে সিজদাকারী হয়ে যায়। শুধু এতটাই নয়, বরং তিনি সেই অঞ্চলের মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামের তবলীগকারীর ভূমিকা পালন করেন। তার এলাকায় যখন একটি মসজিদের উদ্বোধন হয়, তখন তিনি যে বক্তৃতা করেছেন, তার একটি অংশ তার ভাষায় আমি তুলে ধরছি। তিনি বলেন, অর্থাৎ সেই পৌত্তলিক চীফ, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি বলেন,

আমি জানি না অ-আহমদীরা কেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধিতা করে। আজকে জামা'তে আহমদীয়াই পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বাণী প্রচার করছে। এক বছর পূর্বেও আমি মুশরিক ছিলাম, বরং মুশরিকদের বাদশাহ ছিলাম। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুবাল্লিগ আমার চিন্তা-ধারা পাল্টে দিয়েছেন। তিনি ইসলামের সত্যিকার চেহারা আমাকে দেখিয়েছেন, তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যদি খ্রিষ্টান এবং পৌত্তলিকদের ইসলামভুক্ত করে, তাহলে তোমাদের সমস্যাটা কী? তিনি বলেন, এই মসজিদ সবার জন্য উন্মুক্ত। খোদার ইবাদতের জন্য এক খ্রিষ্টানও যদি এই মসজিদে আসে, তাকে বাঁধা দেয়া হবে না। তোমরা বিরোধিতা পরিত্যাগ কর। আর একবার ভিতরে এসে দেখ, এখানে নিছক ভালোবাসা, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষাই দেখবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কেবল পৃথিবীর মঙ্গল চায়। তিনি আরো বলেন, আমার মন চায় এখানে মসজিদের পাশে নিজের একটি ঘর নির্মাণ করি। আর প্রত্যেক আগত ব্যাক্তিকে এটি বলি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই সত্যিকার ইসলাম।

হুজুর (আইঃ) বলেন, একদিকে সেই সব নেতা এবং আলেমরা রয়েছে, যারা ইসলামের নামে ফিতনা এবং নৈরাজ্য ছড়াচ্ছে। অহংকারে মাটিতে তাদের পা পড়ে না। আমিত্বের কারণে মুসলমানের হাতে মুসলমানকে হত্যা করাচ্ছে। অপরদিকে কোন মুশরিকের কোন নেক কর্ম খোদার পছন্দ হয়। বা খোদা শুধু কৃপা বশতঃ ইসলামী শিক্ষা অনুসরণের দাবিদারদের জন্য প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরা এবং ফিতনা ও নৈরাজ্য এড়ানো সংক্রান্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য তাকে দণ্ডায়মান করেন। এই হল খোদা তা'লার ব্যবহার ও তাঁর আচরণ। মানুষ যদি বিনয়ী হয় তাহলে এইভাবে খোদা তা'লা কৃপা করেন। কিন্তু যদি কেউ অহংকারে সীমা ছাড়িয়ে যায় তাহলে লক্ষ নামায পড়লেও, আর দোয়া করলেও, এবং নিজেকে যতই নেক মনে করুক না কেন, এমন মানুষ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হেদায়াত পায় না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে মানুষ যখন বয়আত করে আর প্রকৃত ইসলামের স্বাদ পায়, তখন তাদের জীবনাচরণে কী পরিবর্তন আসে, কীভাবে খোদা তাদের পথের দিশা দেন, কীভাবে তারা কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ভূমিকা রাখেন, এই সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে আমাদের এক মুবাল্লিগ লিখেন,

ক্যামেরুন সফরকালে একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা বয়আত করে জামা'তভুক্ত হ ন। সেই সৈন্যের সম্পর্ক ব্যামোন গোত্রের সাথে, যেখানকার সুলতান বা বাদশাহ দু'বছর পূর্বে (এই ঘটনা দুই বছর পূর্বেকার) যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করেন। এবার যখন ক্যামেরুন সফরে যাই সেই ব্যক্তির সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন যে, তিনি মসজিদের জন্য জামা'তকে একটি প্লট বা ভূমি-খণ্ড দিতে চান। আমি এবং সেই জামা'তের প্রেসিডেন্ট সেই প্লট দেখার জন্য যাই, দেখলাম, তিনি সেখানে পূর্বেই একটি বেইজমেন্ট বানিয়ে রেখেছেন, নির্মাণ কাজ পূর্ব থেকেই চলছিল। সেই বেইজমেন্টের উপর তিনি ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন, স্বপ্নে তার সাথে আমার দেখা হয়, তিনি বলেন, তুমি এখানে নিজের ঘর নয় বরং মসজিদ নির্মাণ কর। তিনি বলেন এরপর আমি সিদ্ধান্ত নি য়েছি সেই প্লট এবং বিল্ডিং যা নির্মাণ করা আরম্ভ করেছি তা জামা'তের নামে লিখে দিব, যেন জামা'ত এখানে মসজিদ নির্মাণ করতে পারে। এটি অনেক বড় এক ভূমি -খণ্ড, এক হাজার বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে এটি অবস্থিত। কাগজ-পত্র তিনি জামা'তের হাতে তুলে দেন, ইনশাআল্লাহ্ সেখানে মসজিদও নির্মিত হবে।

আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করছি যে, কীভাবে ইসলাম দরদী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা মফস্বলে বসবাসকারী এক ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক আহমদী মুবাল্লিগকে তার কাছে পাঠান। এটি বর্ণনা করতে গিয়ে আইভোরিকোস্টের মুয়াল্লিম সাহেব লিখেন,

আইভোরিকোস্টের আমিন্ট্রোরো অঞ্চলে মফস্বলের একটি গ্রাম ইয়াউকোরো থেকে সাইদু সাহেব বর্ণনা করেন, সেই গ্রামে তার দাদার মাধ্যমে ইসলাম আসে, কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে চলে যায়। নামে মাত্র ইসলাম অবশিষ্ট থাকে, যেমনটি আজ সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা। সাইদু সাহেব বলেন, আমি প্রায়শ দোয়া করতাম যে, হে আল্লাহ্! এমন কোন ব্যবস্থা করুন যেন গ্রামের মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণের তৌফিক লাভ করে। ২০১৬ সালের রমযানের প্রারম্ভে এক রাতে দোয়া করতে করতে আমার চোখে পানি চলে আসে, গভীর বেদনার সাথে আমি দোয়া করি। এর দু'এক দিন পর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুবাল্লিগ আমাদের গ্রামে আসেন আর জামা'তের পরিচিতি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এই কথা আমার জন্য খুবই ঈমান উদ্দীপক ছিল যে, আমাদের এই দূর-দূরান্তের গ্রামে কোন মুবাল্লিগ এভাবে ইসলামের পুনর্জীবনের বার্তা নিয়ে আসবেন। জামা'তের মুবাল্লিগের

এই সফরকালে গ্রামের ৫৫ ব্যক্তি ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করে। সাইদু সাহেব বলেন, এভাবে জামা'তের কল্যাণে আজকে আমরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা অনুসরণ করছি।

হুজুর (আইঃ) বলেন, একটু চিন্তা করুন, একদিকে উন্নত বিশ্বে বসবাসকারী মানুষ রয়েছে যারা ধর্মকে ভুলে গিয়ে জাগতিক উপায় উপকরণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অপর দিকে সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আফ্রিকার কোন অঞ্চলের এক ব্যক্তি, যার গ্রাম পর্যন্ত হয়তো পাকা রাস্তাও যায় নি, যারা জাগতিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, কিন্তু হৃদয়ে এক বেদনা বিরাজমান, খোদার কাছে সেই উৎকণ্ঠা আর ব্যাকুলতা নিয়ে এই দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্! ইসলামী শিক্ষা এখান থেকে হারিয়ে গেছে, হে আল্লাহ্! কাউকে পাঠাও, যে আমাদেরকে ইসলমের প্রকৃত শিক্ষার উপর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবে, আর এই সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করবে। আর খোদার বিশেষ তকদিরে এবং খোদার সিদ্ধান্ত অনুসারে মুহাম্মদী মসীহর এক দাস সেই গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেন। কেননা, আজ পৃথিবীবাসীকে কেউ যদি প্রকৃত ইসলাম শিখাতে পারে তাহলে তা কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই সম্ভব, যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে আর তাঁর মাধ্যমে আনিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে চিনেছে এবং বুঝেছে।

অতএব, আমাদের সবার দায়িত্ব হবে, এক বেদনা নিয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রচার, প্রসার এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দোয়া করা আর চেষ্টাও করা। বাহ্যত অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অনেক সংগঠন আর অনেক এমন দল রয়েছে, যারা ইসলামের নামে কাজ করছে, তবলীগি জামা'তও রয়েছে। কিন্তু প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থের পিছনে ছুটছে, বিরোধিতায় পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া জারী করার জন্য এরা সব সময় প্রস্তুত। এরা ইসলামের কী সেবা করবে? ইসলামের বাণী পৌঁছানোর এই কাজ আজকে মুহাম্মদী মসীহ্র দাসদেরই দায়িত্ব। আমাদের কাজ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সহজসাধ্য করে তুলছেন, কাউকে স্বপ্নের মাধ্যমে পথের দিশা দিচ্ছেন, কাউকে অন্য কোনভাবে। অতএব, আমাদেরকে যদি বয়আতের দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। বয়আতের পর আমাদের কেমন হওয়া উচিত, কী করা উচিত, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

প্রথাগত বয়আত কোন কাজের নয়, এমন বয়আত থেকে লাভবান হওয়া কঠিন। অর্থাৎ সেই সব বিষয়ে এবং সেই সব কল্যাণের ভাগী হওয়া যা মসীহ্ মওউদের সাথে সম্পৃক্ত, তা অসম্ভব। তিনি বলেন, কেউ তখনই এটি থেকে লাভবান হবে যখন সে নিজের সত্তাকে ভুলে গিয়ে পূর্ণ ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁর সঙ্গী হবে। মুনাফেকরা মহানবী (সা.)-এর সাথে প্রকৃত এবং সত্যিকার সম্পর্ক না থাকার কারণে ঈমানহীন থকে গেছে, সত্যিকার ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় নি, তাই বাহ্যিক **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** তাদের কোন কাজে আসে নি। এই সম্পর্ককে দৃঢ় করা আবশ্যক। ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সম্পর্ক দৃঢ় করা উচিত। বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও আর রীতি নীতির ক্ষেত্রেও যথাসাধ্য সেই মানুষ অর্থাৎ মুরশীদের রঙে রঙিন হওয়া চাই। যিনি মেনেছেন তারও তেমনই হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তিনি বলেন, জীবনের কোন ভরসা নেই। তাই কালক্ষেপণ না করে সততা এবং ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট এবং আসক্ত হওয়া উচিত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমি কীভাবে জীবন অতিবাহিত করছি।

আল্লাহ্ তা'লা নবাগতদেরকেও ঈমান এবং বিশ্বাসে দৃঢ়তা দান করুন। বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে তারা যেন উন্নতি করে। ঈমানের যেই স্ফুলিঙ্গ খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করেছেন, আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলাম গ্রহণের পর তারা যেন সেই ক্ষেত্রে আরো উন্নতি করে। শয়তান যেন কখনো তাদেরকে পথভ্রষ্ট বা প্ররোচিত করতে না পারে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা দান করুন। আমরা যারা পুরোনো এবং জন্মগত আহমদী আমাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে ঈমান বৃদ্ধি আর ঈমানে সব সময় উজ্জ্বলতা সৃষ্টির তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা এমন সম্পর্কে আমাদেরকে দৃঢ়তা দান করুন, আমরা যেন কখনো কোন নবাগত আহমদীর জন্য স্খলনের কারণ না হই, আর আমরা যেন সব সময় জগদ্বাসীকে সঠিক পথ দেখাতে পারি। এই কথা ভেবে আনন্দিত হবেন না যে, আমরা পুরোনো আহমদী, বরং বয়আতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন। জাগতিক উপায়-উপকরণ যেন আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না হয়, বরং খোদার সন্তুষ্টি যেন আমাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হয়। আমরা যেন অচিরেই প্রকৃত ইসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই, আর জগদ্বাসীকে যেন বলতে পারি, যে বিষয়কে তোমরা জগতের জন্য ক্ষতিকর মনে কর সেটিই সত্যিকার অর্থে তোমাদের জন্য এবং পৃথিবীর জন্য মুক্তির সনদ। উঠান না।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 10th Feb, 2017

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B